অদ্য ২৯ মে ২০০৮, এনটিভির নিয়মিত আয়োজন "আজকের সকাল" এ প্রাক বাজেট আলোচনায় অতিথি শারমিন রেশমিন তার মতামত প্রদান করেন

দুর্যোগ মোকাবেলায় এবারের বাজেটে উপকূলীয় উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ চাই।

শারমিন রেশমিন, আহবায়ক, কক্সবাজার পরিবেশ বাচাও আন্দোলন, এনটিভির নিয়মিত আয়োজন "আজকের সকাল" এ বাজেট পূর্ব আলোচনায় এবারের বাজেটে বালাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.৫ কোটি মানুষের জীবন-জিবীকা রক্ষার্থে সরকারের প্রণীত উপকূলীয় উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ প্রদান করার জন্য এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দাবী জানান।

১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও ২০০৭ সালের সিডরে উপকূলীয় এলাকার ক্ষয়ক্ষতির কথা বর্ননা করতে গিয়ে বলেন, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলীয় এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও সম্পদের ধ্বংস হয় যা কাটিয়ে উঠতে আমাদের এখনও পর্যন্ত কষ্ট পেতে হচ্ছে। এর পর গত বছর সিডরেও একইভাবে জান-মাল ধ্বংস হয়েছে যা ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় কম। এর প্রধান কারণ ছিল সুন্দরবন যা আমাদেরকে প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা করেছিল। শারমিন রেশমিন তাই উপকূলীয় জনগনকে রক্ষা করার জন্য উপকূলীয় এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে বনায়ন তৈরী ও উপকূলীয় এলাকা রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ তৈরী এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আগামী বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ প্রদানে সরকারের কাছে দাবী জানান। উপকূলীয় উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের ৩ বছর অতিবাহিত হলেও বিগত সরকার সরকার এর বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারলেই উপকূলীয় ৩.৫ কোটি মানুষের জান-মাল রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পাবে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় যে সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা নিয়োজিত থাকে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে নানা অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় যা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জীবনে আরো ভোগান্তী বয়ে আনে। বেগম রেশমিন দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা সমন্বিত কমিটি গঠন এবং দুর্যোগ কালীন ও পরবর্তী সময়ে ত্রাণকার্য পরিচালনায় সমন্বয় সাধনেরও আহবান জানান। আমাদের দেশে এখনও দুর্যোগের যে পূর্বাবাস প্রদানের ব্যবস্থা আছে তা আধুনিক নয়, তিনি দুর্যোগ সংকেত ব্যবস্থার আধুনীকীকরন ও তা প্রচারে সহজ ও স্থানীয় ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে আহবান জানান।

নদীভাঙ্গান ও সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃধ্বির কারণে আমাদের উপকূলীয় এলাকা সমুদ্রগর্ভে তলীয়ে যাচ্ছে। সরকার এখনও এর সঠিক পুর্বাভাস সিস্টেম চালু করে জনগনকে সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারছেনা। নদী ভাঙ্গানসহ অন্যন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক তথ্য যাতে সময়মতো জনগনের কাছে প্রদান করতে পারে এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জনগন যাতে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার্থে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে সেজন্য একটা আলাদা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলোকে স্থায়ী পুনর্বাসনে তাদের নিজস্ব পেশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলেদের জাল, কৃষককে বীজ ও কৃষি সরঞ্জাম প্রদান করার দাবী জানান।

নদীভাঙ্গানের কারণে বাড়িঘর ও সহায় সম্পত্তি হারিয়ে যারা স্থান ত্যাগ করছে এবং পরিবেশগত ভাবে উদ্বাস্থ হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনে সরকারী ভাবে উদ্যেগ গ্রহণ করার জন্য দাবী জানান। যেসব সরকারী খাসজমি পড়ে আছে সেখানে আলাদা আভাসস্থল/বাড়ি তৈরী করে সেখানে উদ্বাস্তুদের Settle করার ব্যবস্থা করা এবং তারা যাতে কাজ করে জিবীকা নির্বাহ করতে পারে সেজন্য অর্থ ও কারীগরী সহায়তা প্রদান কারার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধের আহবান জানান।

সামনের বাজেটে উপকূলীয় এলাকার দুর্যোগ প্রশমনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উপকূলীয় উন্নয়ন নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন যেখানে অতিমাত্রায় সবুজবেস্টনী তৈরী, উপকূলীয় রক্ষাকবজ বলে খ্যাত বেড়িবাঁধ নির্মান ও এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, চাহিদা অনুসারে সাইক্লোন সেন্টার তৈরী এবং নদীভাঙ্গানের ফলে উদ্বাস্থুদের পুনর্বাসনে স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা করার বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ প্রদান করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান।

ডকুমেন্টেশনঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী।

Equity & Justice Working Group (EJWG)
mwPevjq: ewo 9/4, moK 2. k¨vgjx, XvKv-1207|
‡dvb : 8125181, 8154673, d¨vK : 9129395,
B‡gBj : info@equitybd.org,
I‡qe mvBU : www.equitybd.org